মাটির মানুষ থেকে মন্ত্রীসভায়

কৃষক ও সাধারণ মানুষের স্বার্থ দেখবেন কল্যাণ চক্রবর্তী

শুভম বসু

পেশায় কৃষিবিজ্ঞানী, আম গবেষণায় ডক্টরেট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক কল্যাণ চক্রবর্তীর রাজনৈতিক যাত্রা ছিল কিছুটা ব্যতিক্রমী। গবেষণা ও শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘদিন কাজ করার পর কৃষক এবং সাধারণ মানুষের বাস্তব সমস্যার সমাধানে সরাসরি ভূমিকা রাখার লক্ষ্যেই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন। যদিও বহু বছর ধরেই তিনি আরএসএসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে খড়দহ কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করে তিনি রাজ্যের মন্ত্রীসভায় স্থান পেয়েছেন।

শান্ত ও সংযত স্বভাবের কল্যাণ চক্রবর্তী কর্মজীবনে চা-বাগানের ম্যানেজার, কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক এবং অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর মতে, মাঠে ঘুরে কৃষকদের সমস্যার কাছাকাছি পৌঁছনোর অভিজ্ঞতাই তাঁকে রাজনীতিতে আসার অনুপ্রেরণা দিয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি ও ন্যায্য মূল্য না পাওয়াকে তিনি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, এই পরিস্থিতির জন্য ছোট ও মাঝারি কৃষকরাই সবচেয়ে বেশি সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। জৈব কৃষি, মাছচাষ, পশুপালন ও বহুমুখী কৃষি ব্যবস্থার উপর জোর দিয়ে তিনি ছোট ও মাঝারি কৃষকদের স্বনির্ভর করার কথা বলেছেন।

এ প্রসঙ্গে পূর্বতন সরকারকে আক্রমণ করে কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, গত ১৫ বছরে রাজ্যে কৃষকদের দুর্দশা বেড়েছে। কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধিতে চাষের খরচ বেড়েছে, বহু কৃষক সঙ্কটে পড়েছেন। সাধারণ মানুষও মূল্যবৃদ্ধিতে নাজেহাল হয়ে উঠেছিলেন বলে দাবি তাঁর।

এর পাশাপাশি খড়দহের প্রসঙ্গে তিনি জলাবদ্ধতা, দূষণ, বেকারত্ব ও অপরিকল্পিত নগরায়ণকে বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই সমস্যা দূর করাকে তিনি অগ্রাধিকার দিতে চান। কৃষির পাশাপাশি শিল্পায়নের পক্ষেও সওয়াল করলেও তাঁর দাবি, পরিবেশ ও কৃষিজমি রক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এমনভাবে শিল্প করতে হবে যাতে পরিবেশ ও কৃষিজমির ক্ষতি না হয়। পাঁচ বছর পরের বাংলা কেমন রূপে দেখতে চান এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, তিনি চান মানুষ কাজ পাক, কৃষক চাষ করে টিকে থাকুক, আর জীবনটা একটু সহজ হোক।

রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার পর তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ এখন প্রকাশ্যে আসছে। সন্দীপন সাহা ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, মানুষ এখন অভিযোগ নয়, কাজ দেখতে চায়। আর সেই কাজ বিজেপিই করবে।

সমাজসেবামূলক সংগঠন 'দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির'-এর সঙ্গে যুক্ত এই নবনিযুক্ত মন্ত্রীর লক্ষ্য, সরকারি সুবিধা যাতে প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করা। মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর যে চাপ বেড়েছে তা স্বীকার করে তিনি বলেছেন, 'দায়িত্ব বাড়লে চাপ তো থাকবেই।' তবে মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখেই তিনি নতুন দায়িত্ব পালন করতে চান।

বর্ষার আগে দক্ষিণ কলকাতার জলজমা রোখাই লক্ষ্য

পূজালি ও চড়িয়াল খাল পরিদর্শনে অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি— বর্ষার আগে দক্ষিণ কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার পূজালি লকগেট ও চড়িয়াল খাল পরিদর্শন করলেন রাজ্যের পূর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে, সেচ দফতরের আধিকারিক ও পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা। প্রতি বছর বর্ষার বেহালা, তারাতলা-সহ দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় জলজমার সমস্যা দেখা দেয়। পরিদর্শনে গিয়ে মন্ত্রী দেখতে পান, প্রয়োজনীয় পাম্প হাউসের অভাব এখনও বড় সমস্যা হয়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পনা থাকলেও প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

মন্ত্রী নির্দেশ দেন, বর্ষার আগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শেষ করতে হবে। পাম্প হাউসের কাজ সম্পূর্ণ না হলেও বিকল্প হিসেবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাম্প ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বলেন, জলজমা রুখতে যা যা প্রয়োজন, তা দ্রুত করতে হবে।

চড়িয়াল খাল পরিদর্শনের সময়ও তিনি নিকাশি ব্যবস্থার অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন এবং আধিকারিকদের স্পষ্ট বার্তা দেন, কেবল পরিকল্পনা নয়, বাস্তব ফল দেখাতে হবে। মানুষের দুর্ভোগ কমানোই এখন প্রধান লক্ষ্য বলে জানান তিনি।

পরিদর্শনের শেষে মন্ত্রী বলেন, বর্ষার আগে দক্ষিণ কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখতে হবে। কোথাও গাফিলতি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহি করতে হবে বলেও সতর্ক করেন তিনি।

কলেজে ইউনিয়ন ফি আদায়ে কড়া নজর উচ্চশিক্ষা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি— ছাত্র ইউনিয়নের নামে অর্থ আদায় ও তহবিল ব্যবহারে স্বচ্ছতা আনতে কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। সরকার ও সরকার-পোষিত সব কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে ইউনিয়ন তহবিলের অডিট রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। পাশাপাশি ছাত্র ইউনিয়নের নামে কি আদায় অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। দপ্তরের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বর্তমানে রাজ্যের কোনও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবাচিত ছাত্র ইউনিয়ন কার্যকর নেই। তাই ইউনিয়নের নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের নিয়মও নেই। অভিযোগ, বহু প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে এই খাতে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, অতীতে ইউনিয়নের নামে কত টাকা তোলা হয়েছে এবং তা কীভাবে ব্যয় হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ হিসাবও জমা দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট না দিলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। শিক্ষা মহলের মতে, ছাত্র ইউনিয়নের তহবিল ব্যবস্থাপনা নিয়ে দীর্ঘদিনের প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই এই পদক্ষেপ। সরকারের লক্ষ্য, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইউনিয়ন রুমে ২ স্যুটকেস ভর্তি টাকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি— কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা। কলেজের ইউনিয়ন রুমের তালা ভেঙে তল্লাশি চালানোর সময় দুটি স্যুটকেস থেকে বিপুল পরিমাণ এই নগদ অর্থ উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, উদ্ধার হওয়া টাকার পরিমাণ প্রায় ৫০-৬০ লক্ষ টাকা হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকার কারণে নোটের বেশিরভাগ বান্ডিলই উইপোকার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জানা গিয়েছে, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই ইউনিয়ন রুমটি তালাবন্ধ ছিল। সম্পত্তি যর পরিষ্কারের জন্য তালা খোলার প্রয়োজন হলে চাবি পাওয়া যায়নি। পরে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও কর্মীরা তালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করেন। সেখানেই দুটি স্যুটকেসের ভিতরে স্তূপ করে রাখা নগদ টাকা উদ্ধার হয়।

ঘটনা ঘিরে কলেজের এক প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই ব্যক্তিকে কলেজে কেন্দ্র করে একটি চক্র সক্রিয় ছিল। শুধু নগদ অর্থই নয়, ঘর থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিও উদ্ধারও উদ্ধার হয়েছে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক ধারণা, এই নথিগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন খাত থেকে বেআইনিভাবে অর্থ তোলা হতে পারে।

এছাড়াও কলেজের অন্দরে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে একটি চক্র কাজ করত বলেও অভিযোগ উঠেছে। ইউনিয়ন রুমটি বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বলেও দাবি করা হচ্ছে।

এপ্রসঙ্গে বাহানগরের বিধায়ক সজল ঘোষ অভিযোগ করেন, সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্তির বিনিময়ে তৃণমূলের ছাত্রনেতারা কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করেছেন। উদ্ধার হওয়া উই ধরা নোটের মোট অঙ্ক কয়েক লক্ষ টাকা বলে তাঁর দাবি। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত কলেজে পৌঁছয় পুলিশ। কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া টাকা, নথি এবং সম্ভাব্য আর্থিক অনিয়মের সূত্র ধরে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বর্ষা প্রস্তুতি বৈঠক

চড়িয়াল খাল সংস্কারেই জোর মন্ত্রী ইন্দ্রনীলের

নিজস্ব প্রতিনিধি— আসন্ন বর্ষাকে সামনে রেখে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বৈঠক করলেন মন্ত্রী ডা. ইন্দ্রনীল খাঁ। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করতে মঙ্গলবার জেলা শাসকের দপ্তরে এই প্রস্তুতি বৈঠক করেন মন্ত্রী। বৈঠকে চড়িয়াল খালের বর্তমান বেহাল অবস্থার বিষয়টি তুলে ধরেন মন্ত্রী। সেচ দপ্তরের প্রধান সচিবের কাছে বর্ষা শুরুর আগেই খালটির দ্রুত সংস্কারের দাবি জানান তিনি। পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার সঙ্গে সমন্বয় রেখে দ্রুত পদক্ষেপের জন্য পৃথক যৌথ সমন্বয় বৈঠকেরও প্রস্তাব দেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল।

বৈঠকে ডা. ইন্দ্রনীল খাঁ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন বিধায়ক, জেলা শাসক, জেলার প্রশাসনিক আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিরা। বন্যা প্রতিরোধ, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ, ত্রাণ প্রস্তুতি এবং ভারী বৃষ্টির ফলে জল জমার সমস্যা মোকাবিলা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এদিন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংস্থার প্রস্তুতির খতিয়ান পর্যালোচনা করা হয়। প্রশাসন জানায়, সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি, ত্রাণ হস্তক্ষেপ এবং দপ্তরগুলির মধ্যে নিবিড় সমন্বয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্ষাকালীন যে কোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সব পক্ষ একযোগে কাজ করবে বলে আশ্বাসের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এদিনের বৈঠক।

'মমতা অভিভাবক হিসেবে ব্যর্থ'

মেয়র পারিষদ পদ ছেড়েই বিস্ফোরক তারক সিংহ

নিজস্ব প্রতিনিধি— কালীঘাটে দলের বৈঠকে না গিয়ে আগেই বিদ্রোহের সুর চড়িয়েছিলেন তিনি। এবার সরাসরি কলকাতা পুরসভার নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তারক সিংহ। মঙ্গলবার পুর কমিশনারের ঘরে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। ইস্তফার পর তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, কাউকেই রেয়াত করেননি প্রবীণ এই তৃণমূল নেতা।

পদত্যাগের পর বিস্ফোরক সুরে তারক বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেককে সঠিকভাবে শাসন করেননি। অভিভাবক হিসেবে তিনি ব্যর্থ। ঠিকমতো শাসন করলে আজ একজনের চুরির দায় গোটা দলকে বইতে হত না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চোর নন, কিন্তু আজ তাঁকেও চোর শ্লোগান শুনতে হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সুসম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন তারক। শুভেন্দু অধিকারীকে যেভাবে অতীতে তৃণমূল 'চোর' বলে অভিহিত করেছে, তা অত্যন্ত অন্যায় বলে মত তারক সিংহের। আর সেই কর্মফলেই আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও 'চোর' শ্লোগান শুনতে হচ্ছে। অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে তৃণমূলের অবস্থান নিয়েও তীব্র ভর্ৎসনা করেন তারক। তাঁর কথায়, যারা অনুপ্রবেশকারী তাদের চিহ্নিত করতে চেয়েছিল বিজেপি। এতে

নৈতিকভাবে ভুল কিছু নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর বিরোধিতা করে ভুল করেছেন।

এদিন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। তারকের অভিযোগ, মেয়র পারিষদদের নিয়ে দীর্ঘদিন কোনও বৈঠক হয়নি। পুরসভার হাউস বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়েও তাঁদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি। তাঁর কথায়, 'মেয়র একবারও জানতে চাইলেন না কেন বৈঠক হচ্ছে না বা বৈঠক করা প্রয়োজন কি না।' কলকাতার জল জমার সমস্যা নিয়েও নিজের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন তারক। তিনি বলেন, আমরা ১১ বছর নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছি। শহরে জল জমার সমস্যা অনেকটাই কমিয়েছি। পরিকল্পনা ছিল এমন ব্যবস্থা করব যাতে কলকাতায় আর কোনও দিন জল না জমে। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলের পর দেখলাম দলের লোকেদের পুরসভায় আসা-যাওয়া কমে গিয়েছে।

বর্ষার আগে প্রস্তুতি বৈঠক নিয়েও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর দাবি, মেয়রকে বারবার বৈঠকের কথা বলা হলেও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কমিশনারের তরফ থেকেও কোনও বার্তা আসেনি।

পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারক বলেন, মেয়র পারিষদদের যাতায়াতের খরচ পুরসভা বহন করে। কিন্তু বর্তমানে পুরসভার কাজকর্ম যেভাবে কার্যত স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, তাতে তিনি আর সরকারি অর্থের অপচয় করতে চান না।

তৃণমূল কংগ্রেসের জমুলগ্ন থেকে দলের সঙ্গে যুক্ত তারক সিংহ। টানা ২০ বছরের কাউন্সিলর এবং গত ১৬ বছর ধরে কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ পদে রয়েছেন তিনি। কলকাতা পুরসভায় সিংহ পরিবারের প্রভাবও কম নয়। ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তারক সিংহ নিজে, ১১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তাঁর ছেলে অমিত সিংহ এবং ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তাঁর মেয়ে কৃষ্ণা সিংহ। কাউন্সিলর হিসেবে এখনও রয়েছেন তারক সিংহ। তবে পরবর্তীতে দল ছাড়বেন কিনা, তা নিয়ে কিছু বলতে চাননি তিনি। সামনের পুরভোটে তিনি আদৌ লড়বেন কিনা, তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন প্রবীণ এই নেতা।

পঞ্জাব নেশনাল বৈঙ্ক (भारत सरकार का उपक्रम) | pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) | সার্কেল অফিস এসএএম, কলকাতা দক্ষিণ ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান (মেশিন ভবন), ১১, হেস্টিংস বন্ধু স্ট্রানি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেল: cokolsouthsam@pnb.bank.in | ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং তদধীন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী, ২০০ৢ৪-এর নিয়ম ৮(৬)-এর প্রদত্ত ক্ষমতার মুতাবেক স্থাবর সম্পত্তির ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা অনুমোদক কর্তৃক নিশ্চয়তা ঋণদাতাদের কাছে সিকিউর করা হয়েছে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকে/ অভিভূত থাকা স্থাবর সম্পত্তিগুলি বাঁধেছে/ সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া হয়েছে, যা কোনও রকম কপিপুলার অফিসপুলার ব্যতিরেকে ফলাফলীতাবের ও জামিনদারদের কাছে বিক্রয় করা হবে।